আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু: **পবিত্র কোরআনে হযরত আদম (আ:)-৩**

"আদম" নামটি কুরআন মাজীদের ২৫টি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। ভালো করে বুঝতে হলে ২৫টি আয়াতের সাথে আগে ও পরের কিছু আয়াতও পড়া প্রয়োজন। হযরত আদম (আ:) সংক্রান্ত-৯টি সুরার ৬৫টি আয়াত ৩টি খন্ডে পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

সূরা আল-আ'রাফের ১৭২, ১৭৩ ও ১৭৪ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে "আদমের বংশধরদের রূহসমূহকে আল্লাহ প্রশ্ন করেছিলেন, আমি কি তোমাদের রব নোই? তারা বলেছিল হ্যাঁ অবশ্যই। যেন তোমরা বিচারের দিন বলতে না পারা যে, আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।"

সূরা বনি ইসরাইলের ৬১ নম্বর আয়াত থেকে ৬৫ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে "আল্লাহর নির্দেশে ইবলিস শয়তান ছাড়া সমস্ত ফেরেশতাগণ আদমকে সেজদা করেছিলে। শয়তান বলেছিল, আদমের বংশধরদের অল্পকিছু ছাড়া বাকিদের আমি বিপথগামী করে ফেলবো। আল্লাহ বলেছিলেন, আমার প্রকৃত বান্দাদের উপর তোর কোনো কর্তৃত্বই চলবে না।"

সূরা বনি ইসরাইলের ৭০ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে "আল্লাহ বনী আদম (আদম সন্তান) কে অনেক সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করছো।"

সূরা আল কাহাফের ৫০ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে "ইবলিস শয়তান ছিল জ্বীনদের একজন, শয়তান ছাড়া ফেরেশতাগণ আদমকে সেজদা করেছিল। শয়তান প্রভুর আদেশ অমান্য করে সীমালঙ্ঘন করে। আর তোমরা আদমের বংশধর সেই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। অথচ শয়তান হলো তোমাদের শত্রু।"

সূরা মরিয়মের ৫৮ নম্বর আয়াত সেজদার আয়াত। এ আয়াত পাঠ করলে অথবা শুনলে সেজদা করা ওয়াজিব। এ আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে "আল্লাহর মনোনীত বান্দাহদের প্রতি যখন রহমানের (অর্থাৎ আল্লাহর) আয়াত তেলওয়াত করা হতো তারা কাঁদতে কাঁদতে সেজদায় লুটিয়ে পড়তো।" (সেজদা)

সূরা ত্বাহা ১১৫ নম্বর থেকে ১২৩ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে "আদম ও তার স্ত্রী সৃষ্টির পর জান্নাতে আল্লাহর নির্দেশ ভুলে গিয়েছিল এবং শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করে নিষিদ্ধ গাছের ফল অস্বাদন করালো। ফলে আদম ও তার স্ত্রীর লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়লো। তারা জান্নাতের পত্র পল্লব দিয়ে নিজেদের আবৃত করতে থাকলো। পরে আদম ও তার স্ত্রী আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং আল্লাহ তওবা কবুল করলেন। অতঃপর আদম, তার স্ত্রী ও শয়তানকে

দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হোল। এবং আল্লাহ হুঁশিয়ার করে দিলেন শয়তান তোমাদের শত্রু এবং তোমাদের বিপথগামী করবে।"

সূরা ইয়াসিনের ৬০ নম্বর আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে: আল্লাহ বলেছেন, "হে বনী আদম! আমি কি তোমাদের নির্দেশ দেয় নি, তোমরা শয়তানের ইবাদাত করো না, কারণ সে তোমাদের সুস্পষ্ট দুশমন।"

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৭২ থেকে ১৭৪

স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক আদমসন্তানের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাহার বংশধরকে বাহির করেন এবং তাহাদের সমন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, "আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই ?" তাহারা বলে, হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা সাক্ষী রহিলাম। "ইহা এই জন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম।" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৭২)

أَوْ تَقُولُوٓا۟ إِنَّمَآ أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنۢ بَعْدِهِمْ ۚ
أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾

কিংবা তোমার যদি না বলো, "আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরক করিয়াছে, আর আমরা তো তাহাদের পরবর্তী বংশধর; তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করিবে?" (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৭৩)

وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَٰتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

এইভাবে নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে। (সূরা আল-আ'রাফ ৭:১৭৪)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা বনি ইসরাইল ১৭:৬১ থেকে ৬৫</u>

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ قَالَ
ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦١﴾

স্মরণ কর, যখন ফিরিশতাদেরকে বলিলাম, "আদমকে সিজদা কর", তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল। সে বলিয়াছিল, "আমি কি তাহাকে সিজদা করিব যাহাকে আপনি কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন?" (সূরা বনি ইসরাইল ১৭:৬১)

قَالَ اَرَءَيْتَكَ هٰذَا الَّذِىْ كَرَّمْتَ عَلَىَّ ۫ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلٰى يَوْمِ
الْقِيٰمَةِ لَاَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهٗٓ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦٢﴾

সে বলিয়াছিল, "আপনি কি বিবেচনা করিয়াছেন, আপনি আমার উপর এই বাক্তিকে মর্যাদা দান করিলেন, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহা হইলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যাতীত তাহার বংশধরকে অবশ্যই কর্তৃত্বাধীন করিয়া ফেলিব ।" (সূরা বনি ইসরাইল ১৭:৬২)

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُوْرًا ﴿٦٣﴾

আল্লাহ বলিলেন, "যাও, তাহাদের মধ্যে যাহারা তোমার অনুসরণ করিবে, তবে জাহান্নামই তোমাদের সকলের শাস্তি, পূর্ণ শাস্তি । (সূরা বনি ইসরাইল ১৭:৬৩)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

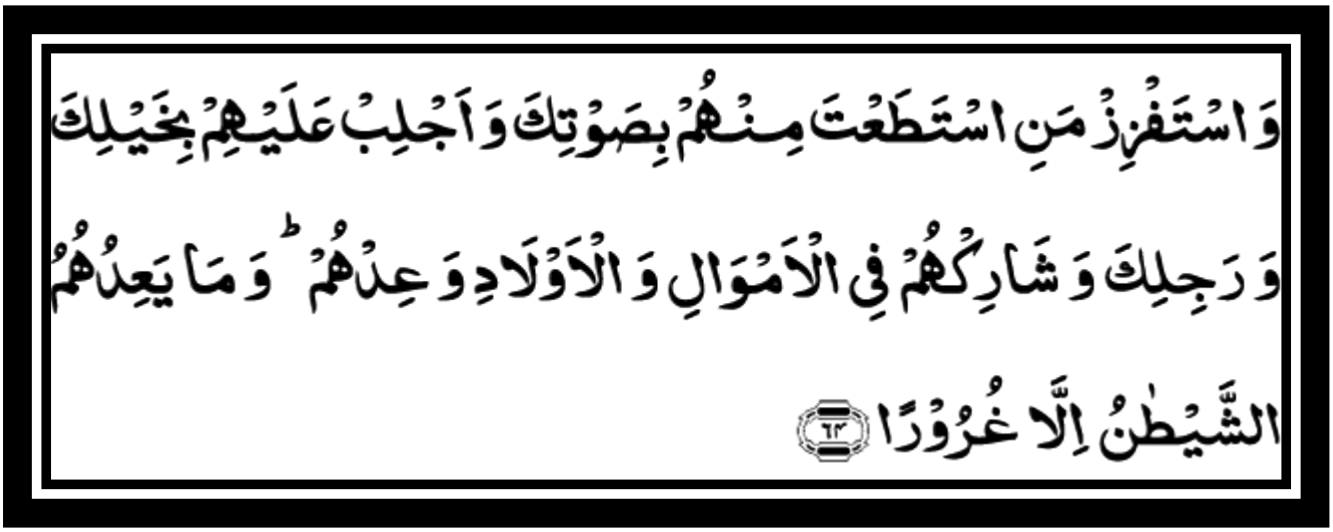
وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ
وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ؕ وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ﴿٦٤﴾

"তোমার আহ্বান উহাদের মধ্যে যাহাকে পার পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা উহাদেরকে আক্রমণ কর এবং উহাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরিক হইয়া যাও ও উহাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। শয়তান উহাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় উহা ছলনা মাত্র।" (সূরা বনি ইসরাইল ১৭:৬৪)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٦٥﴾

নিশ্চয়ই "আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো ক্ষমতা নাই।" কর্মবিধায়ক হিসাবে তোমার প্রতিপালক যথেষ্ট। (সূরা বনি ইসরাইল ১৭:৬৫)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা বনি ইসরাইল ১৭:৭০</u>

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

আমি তো আদমসন্তানকে মর্যাদা দান করিয়াছি; স্থলে ও সমুদ্রে উহাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; উহাদেরকে উত্তম রিযিক দান করিয়াছি এবং আমি যাহাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি তাহাদের অনেকের উপর উহাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি।
(সূরা বনি ইসরাইল ১৭:৭০)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা আল কাহাফ :১৮:৫০</u>

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ كَانَ
مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَآءَ مِنْ
دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ؕ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا ﴿٥٠﴾

এবং স্মরণ কর, আমি যখন ফিরিশতাগনকে বলিয়াছিলাম, "আদমের প্রতি সিজদা কর", তখন তাহারা সকলেই সিজদা করিল ইবলীস ব্যতীত; সে জ্বীনদের একজন, সে তাহার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল. তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে উহাকে এবং উহার বংধরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করিতেছ? উহারা তো তোমাদের শত্রু. জালিমদের এই বিনিময় কত নিকৃষ্ট ! (সূরা আল কাহাফ :১৮:৫০)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা মরিয়ম ১৯:৫৮</u>

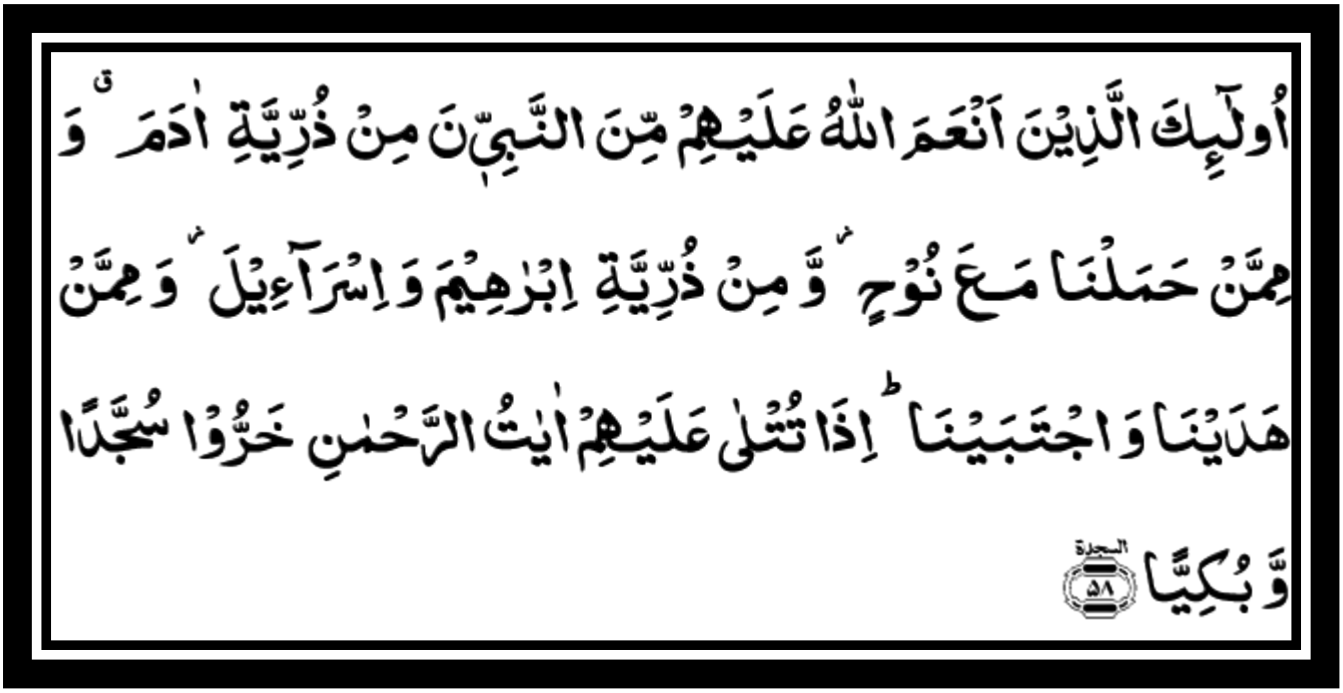
اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ ۗ وَ
مِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْحٍ ۗ وَّمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْرَآءِيْلَ ۗ وَمِمَّنْ
هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا ؕ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا
وَّبُكِيًّا ﴿٥٨﴾ السجدة

ইহারাই তাহারা, নবীদের মধ্যে যাহাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়াছেন, আদমের বংশ হইতে ও যাহাদেরকে আমি নূহের সঙ্গে নৌকায় আরোহন করিয়াছিলাম এবং ইব্রাহিম ও ইসরাইলের বংশোদ্ভুত ও যাহাদেরকে আমি পথনির্দেশ করিয়াছিলাম ও মনোনীত করিয়াছিলাম; তাহাদের নিকট দয়াময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হইলে তাহারা সিজদায় লুটাইয়া পড়িল ক্রন্দন করিতে করিতে। (সূরা মরিয়ম ১৯:৫৮)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা ত্বাহা ২০:১১৫ থেকে ১২৩

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ভুলিয়া গিয়েছিল; আমি তাহাকে সংকল্পে দৃঢ় পাই নাই। (সূরা ত্বাহা ২০:১১৫)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِءَادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾

স্মরণ কর, যখন ফিরিশ্তাগনকে বলিলাম, "আদমের প্রতি সিজদা কর," তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করিল, সে অমান্য করিল। (সূরা ত্বাহা ২০:১১৬)

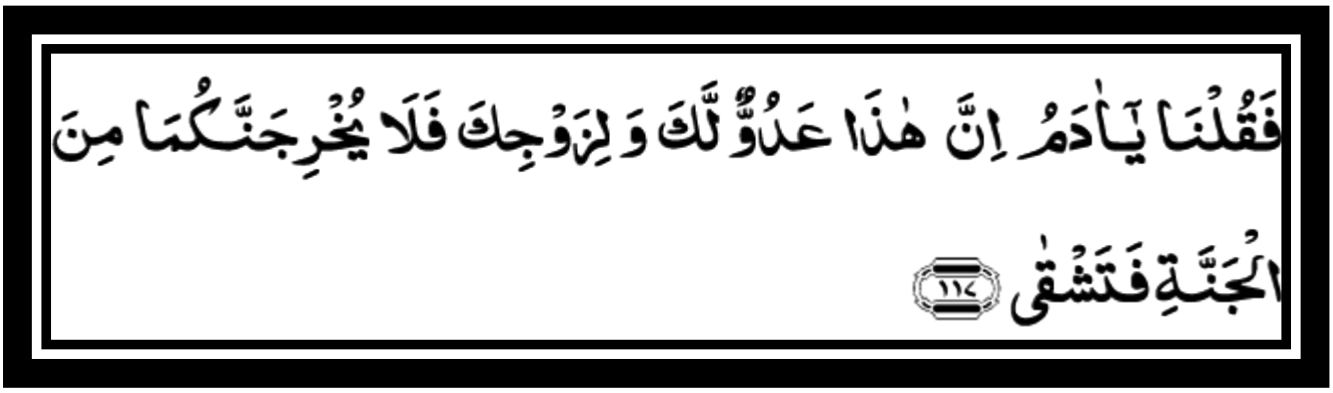
فَقُلْنَا يَٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ﴿١١٧﴾

অতঃপর আমি বলিলাম, "হে আদম ! নিশ্চয়ই ইহা তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু, সুতরাং সে যেন কিছুতেই তোমাদেরকে জান্নাত হইতে বাহির করিয়া না দেয়, দিলে তোমরা দুঃখ-কষ্ট পাইবে।" (সূরা ত্বাহা ২০:১১৭)

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾

তোমার জন্য ইহাই রহিল যে, তুমি জান্নাতে ক্ষুধার্তও হইবে না ও নগ্নও হইবে না; (সূরা ত্বাহা ২০:১১৮)

وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحٰى ﴿١١٩﴾

এবং সেখানে পিপাসার্ত হইবে না এবং রৌদ্র-ক্লিষ্টও হইবে না। (সূরা ত্বাহা ২০:১১৯)

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ
مُلْكٍ لَّا يَبْلٰى ﴿١٢٠﴾

অতঃপর শয়তান তাহাকে কুমন্ত্রনা দিল; "হে আদম ! আমি কি তোমাকে বলিয়া দিব
অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?" (সূরা ত্বাহা ২০:১২০)

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا
مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَعَصٰۤى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى ﴿١٢١﴾

অতঃপর তাহারা উভয়ে উহা হইতে ভক্ষন করিল; তখন তাহাদের লজ্জাস্থান তাহাদের
নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং তাহারা জান্নাতের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত
করিতে লাগিল। আদম তাহার প্রতিপালকের হুকুম অমান্য করিল, ফলে সে ভ্রমে
পতিত হইল। (সূরা ত্বাহা ২০:১২১)

ইহার পর তাহার প্রতিপালক তাহাকে মনোনীত করিলেন, তাহার তওবা কবুল করিলেন ও তাহাকে পথনির্দেশ করিলেন। (সূরা ত্বাহা ২০:১২২)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

তিনি বলিলেন, "তোমরা উভয়ে একই সঙ্গে জান্নাত হইতে নামিয়া যাও। তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ আসিলে যে আমার পথ অনুসরণ করিবে সে বিপথগামী হইবে না ও দুঃখ-কষ্ট পাইবে না। (সূরা ত্বাহা ২০:১২৩)

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> <u>সূরা ইয়াসিন ৩৬:৬০</u>

হে বনী আদম! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিই নাই যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করিও না, কারণ সে তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (সূরা ইয়াসিন ৩৬:৬০)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসুন আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পথে নিজেদের পরিচালিত করি এবং অন্যদেরকেও এ পথে আহ্বান করি। শয়তানকে বন্ধু না বানাই, শয়তানের অনুসরণ না করি। আল্লাহর সাথে শিরক না করি। আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন।

আমীন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Click here http://www.morningbrightness.fi/